



160569 - যবে কল্পনার ফলে বীর্যপাত হয়ে যায় তাতবে কবি রোযা ভঙ্গেগে যাববে?

প্রশ্ন

আমকি কনবে এক ইউরোপিয়ান দেশে রমযান মাসে কল্পনায় এমন এক যতীব উত্তজেনার শকিার হয়েছি যবে, বীর্য বরিয়েগে গছে। রোযা ভঙ্গেগে গছে এ বশিবাস থকে আমার মন আমাকে প্ররোচতি করছে; ফলে আমি হস্তমথুনবে লপিত হয়েছি। এখন আমার উপর ককিাযা আবশ্যক; নাকি কাফফারা? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

একজন মুসলমিরে উপর আবশ্যক হছে তার কান, চোখ ও অঙ্গপ্রতযঙ্গকে আল্লাহু যা কছি হারাম করছেনবে সগেলতে পততি হওয়া থকে সুরক্ষা করা। মূল অবস্থা হলো রোযা অন্তরগুলকে পরশিদ্ধ করে এবং রোযাদারকে যতীব কামনা-বাসনায় পততি হওয়া থকে হফোযত করে।

কল্পনার মাধ্যমে বীর্যপাত করলে এর ফলে রোযা ভাঙ্গবে কনি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদবে করছেন। মালকে মাযহাববে আলমেগণ রোযা ভাঙ্গার অভমিত দনে। জমহুর (অপরার মাযহাববে) আলমেগণবে মতবে রোযা ভাঙ্গবে না। বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হছে তারা রোযা ভাঙ্গবে না বলছেন যহেবে এক্ষেত্রে বান্দার কনবে ইছা নহে। কল্পনা মানসপটে এসে যায়; যটকে বেধে করা যায় না। কনিতু ইছাকৃত কল্পনা করা ও বীর্যপাত করার জন্য কল্পনাকে অব্যাহত রাখা হলবে সটোর মধ্যবে ও বীর্যপাত করার জন্য দৃষ্টি দয়োর মধ্যবে কনবে পার্থক্য নহে। বীর্যপাত করা পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে জমহুর আলমে রোযা ভঙ্গ হওয়ার অভমিত পেষণ করনে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা-তে (২৬/২৬৭) এসছে:

“হানাফী ও শাফয়ী মাযহাববে আলমেগণবে অভমিত হছে: দৃষ্টিপাত ও কল্পনার মাধ্যমে বীর্যপাত হলবে কথিবা মযী ববে হলবে রোযা ভঙ্গ হবে না।

শাফয়ী মাযহাববে সঠকি অভমিত হছে: যদি তার অভ্যাস এমন হয় যবে, দৃষ্টিপাত করলে কথিবা বারবার দৃষ্টিপাত করলে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে তার রোযা ভঙ্গেগে যাবে।

আর মালকী ও হাম্বলী মাযহাববে আলমেগণবে অভমিত হছে: অব্যাহতভাবে দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে বীর্যপাত হলবে রোযা



ভঙ্গে যাব। কেননা সটেটি এমন কর্মরে মাধ্যমবে বীর্যপাত; যাতবে সুখানুভূতি রয়ছেবে এবং যা থকেবে বঁচে থাকা সম্ভবপর।

কল্পনা থকেবে বীর্যপাত হল: মালকৌ মাযহাবরে আলমেদরে মতে রোযা ভঙ্গে যাব; আর হাম্বলি মাযহাবরে আলমেদরে মতে ভঙ্গবে না। যহেতেু এর থকেবে বঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।”[সমাপ্ত]

দখেুন: [22750](#) নং প্রশ্নোত্তর।

রোযা যদি ভঙ্গে যায় তাহলে আপনার উপর ওয়াজবি হল সে রোযাটির কাযা পালন করা। আপনার উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজবি নয়। যহেতেু সহবাসরে মাধ্যমবে রোযা নষ্ট করা ছাড়া কাফফারা ওয়াজবি হয় না। দখেুন: [38074](#) নং ও [71213](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আপনার উপর ওয়াজবি হলো:

১। হস্তমথৈনরে গুনাহ থকেবে তাওবা করা। হস্তমথৈন হারাম হওয়ার ব্যাপারে [329](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দখেুন।

২। ঐ দিনরে রোযাটি কাযা পালন করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।